تعريف موجز بالإسلام
باللغة : البنغالية
Introduction to Islam in Bengali Language

ইসলামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

সকল প্রসংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক রাসূলগণের ইমাম আমাদের নাবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর বংশধর ও সাহাবীদের সকলের প্রতি।

অতঃপর ইসলাম হ'ল : মনে প্রাণে, মৌখিকভাবে এবং সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়ে সাক্ষ্য দান করা যে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল। ইসলাম আরও বুঝায় : ঈমানের ছয়টি আরকান-এর উপর বিশ্বাস স্থাপন, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের উপর 'আমল এবং এতৎসমুদয় ক্ষেত্রে ইহ্‌সান অবলম্বন।

ইহা সর্বশেষ ইলাহী রিসালাত যা আল্লাহ তাঁর শেষ নাবী ও রাসূল মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করেছেন। ইহাই সত্য ও সঠিক দীন - ইহা ব্যতীত অন্য কোন দীন আল্লাহ তাআলা কারও জন্য গ্রহণ করবেননা। এই দীনকে আল্লাহ তাআলা সহজ ও অনায়াসসাধ্য করেছেন যার মধ্যে নেই এমন কিছু যা কঠিন ও কষ্টসাধ্য। ইহার অনুসারীদের উপরে তিনি এমন কিছু ওয়াজিব করেননি যা করতে তারা অক্ষম এবং তিনি তাদের উপর এমন কোন দায়িত্ব ন্যস্ত করেননি যা পালনে তারা অসমর্থ। আর ইহা এমন দীন যার ভিত্তি হ'ল তাওহীদ, প্রতীক হ'ল সত্যনিষ্ঠা, মূল হ'ল 'আদল, জীবনীশক্তি হোল হক্ক এবং যার মর্ম হ'ল রাহমাত। আর ইহা এমন একটি মহান দীন যা আল্লাহর বান্দাদের তাদের দীন ও দুনিয়ার প্রত্যেকটি কল্যাণকর বিষয়ের প্রতি দিক নির্দেশ করে এবং তাদেরকে তাদের ধর্মীয় ও জাগতিক বিষয়ে ক্ষতিকর সকল কিছু থেকে সাবধান করে। ইহা এমন দীন যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা বান্দার আকীদা ও আখলাককে পরিশোধন করেন, তার দুনিয়া ও আখিরাতের জীবনকে পরিমার্জিত করেন এবং ইহা দ্বারা তিনি পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভিন্ন মতবাদে বিভক্ত অন্তরসমূহকে ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ও বাতিলের অন্ধকার থেকে মুক্ত করে সত্যের পথ প্রদর্শন ও সিরাতে মুসতাকিমের পথে পরিচালিত করেন। ইহাই সঠিক ও সুদৃঢ় দীন যার প্রতিটি আদেশ ও নির্দেশ চূড়ান্ত। অতএব ইসলাম বিশুদ্ধ আকীদা, সঠিক 'আমল, উন্নত চরিত্র ও উত্তম আচার - আচরণের ক্ষেত্রে সত্য ও সঠিক পথ ছাড়া অন্য কিছু নির্দেশ করেনা আর কল্যাণ ও 'আদল ছাড়া অন্য কিছুর বিধান দেয়না।

ইসলামী রিসালাতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হ'ল নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলির বাস্তবায়ন :

১. মানুষকে তাদের প্রতিপালক প্রভু ও সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে পরিচিত করা - তাঁর সুন্দরতম নামসমূহের সাথে যে নামের সমনামের অধিকারী কেউ নেই ; তাঁর মহান গুণাবলীর সাথে যাতে তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই ; তাঁর হিকমতপূর্ণ কার্যাবলীর সাথে যাতে তাঁর কোন শরীক নেই এবং সকল বিষয়ে তাঁর একক অধিকারের সাথে যাতে তাঁর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

২. আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয় এবং যাঁর কোন শরীক নেই তাঁর ইবাদাতের প্রতি বান্দাদের আহ্বান করা তাঁর কিতাব ও তাঁর নাবীর সুন্নাহর মাধ্যমে আদেশ ও নিষেধ সম্বলিত যে জীবন বিধান তিনি দান করেছেন তার যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে - যে জীবন বিধানে নিহিত রয়েছে মানবজাতির কল্যাণ এবং তাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনের কল্যাণ ও সৌভাগ্য।

৩. মানুষদের তাদের অবস্থা ও মৃত্যুর পরে তাদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে উপদেশ দেয়া, কবরে অচিরেই তারা কি প্রত্যক্ষ করবে এবং তাদের পুনরুত্থানও হিসাব নিকাশ এবং তাদের আমল-ভাল হলে ভাল, মন্দ-হলে মন্দ অনুযায়ী জান্নাত অথবা জাহান্নামে গমন বিষয়ে স্মরণ করিয়ে দেয়া।

ইসলামের গুরুত্বপূর্ন দিকগুলো আমরা সংক্ষেপে নিম্নরূপে বিবৃত করতে পারি :

প্রথমতঃ ঈমানের রুকনসমূহ ঃ

প্রথম রুকন ঃ আল্লাহর প্রতি ঈমান ঃ ইহা নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ঃ

(ক) আল্লাহ তাআলার রুবুবিয়াতে বিশ্বাস স্থাপন করা অর্থাৎ এ ভাবে ঈমান আনা যে তিনিই একমাত্র প্রতিপালক, সৃষ্টিকর্তা, অধিকর্তা (মালিক), তাঁর সমুদয় সৃষ্টির সর্বময় ব্যবস্থাপক এবং তাদের বিষয়ে সর্ববিধ পরিবর্তনের একমাত্র অধিকারী।

(খ) আল্লাহ তাআলার উলুহিয়াতে ঈমান আনা এভাবে যে তিনিই একমাত্র সত্যিকার ইলাহ এবং তিনি ব্যতীত সকল মাবুদই বাতিল ও অগ্রহণযোগ্য।

(গ) আল্লাহ তাআলার সকল নাম ও গুণের প্রতি ঈমান আনা অর্থাৎ তাঁর সুন্দরতম নামসমূহ এবং পরিপূর্ণ ও মহান গুণাবলী যেভাবে তাঁর কিতাব ও তাঁর নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ও সাল্লাম) এর সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে সেভাবে সেগুলির উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা।

দ্বিতীয় রুকন ঃ ফিরিশতাদের উপর ঈমান ঃ

ফিরিশতারা হচ্ছেন আল্লাহর সম্মানিত দাস। আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন। তারা তাঁর ইবাদতে নিবেদিত ও তাঁর আদেশ পালনে তৎপর। আল্লাহ তাআলা তাদের উপর বিভিন্ন দায়িত্ব অর্পন করেছেন। এঁদের একজন জিবরীল ঃ তিনি আল্লাহর পক্ষ হ'তে অবতীর্ণ ওয়াহী তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁর নাবী ও রাসূলদের কাছে পৌছানর দায়িত্ব প্রাপ্ত। অপরজন মীকাঈল:বৃষ্টি ও উদ্ভিদ বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত। একজন হলেন ইসরাফীল যিনি সিংগায় ফুঁ দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত যখন সকল মূর্চ্ছা যাবে ও পুনরুত্থিত হ'বে। আর একজন হলেন মালাকুল মাওত: মৃত্যুকালে সকল জীবের প্রাণ সংহারের দায়িত্বে নিয়োজিত।

তৃতীয় রুকন ঃ আসমানী কিতাবের উপর ঈমান ঃ

মহামহিম আল্লাহ তাঁর রাসূলদের প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন - এগুলির মধ্যে রয়েছে হিদায়াত, কল্যাণ ও মঙ্গল। এ কিতাবসমূহের মধ্য থেকে আমরা জানি

(ক) আত-তাওরাত ঃ আল্লাহ তাআলা এ কিতাব মূসা আলাইহিস সালাম-এর উপর অবতীর্ন করেছেন; বানু ইসরাঈলদের নিকট প্রেরিত এটি সর্বশ্রেষ্ঠ কিতাব ;

(খ) আল-ইনজীল ঃ আল্লাহ তাআলা এই কিতাব ঈসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ন করেন ;

(গ) আয্ যাবুর ঃ আল্লাহ তাআলা এই কিতাব নাযিল করেন দাউদ আলাইহিস সালামের উপরে ;

(ঘ) সুহুফু ইবরাহীম : ইবরাহীম আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ন সাহীফাসমূহ ;

(ঙ) আলকুরআনুল আযীম : আল্লাহ তাআলা তাঁর শেষ নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ইহা অবতীর্ন করেন। ইহার দ্বারা আল্লাহ তাআলা পূর্ববর্তী সকল কিতাব মানসুখ করে দেন এবং এই কিতাবের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব স্বয়ং গ্রহণ করেন। কিয়ামাত পর্যন্ত এই কিতাব সকল সৃষ্টির জন্য 'হুজ্জাত' হিসাবে বিদ্যমান থাকবে।

চতুর্থ রুক্ন : রাসূলদের প্রতি ঈমান :

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে তাঁর সৃষ্টির হিদায়াতের জন্য রাসূলদের প্রেরণ করেছেন - এঁদের মধ্যে প্রথম হলেন, নূহ আলাইহিস্ সালাম এবং সর্বশেষ জন হলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। ঈসা ও উযাইর (তাঁদের উপর সালাম ও সালাত বর্ষিত হোক) সহ সকল রাসূলগণই ছিলেন আল্লাহর সৃষ্ট মানুষ। তাঁদের মধ্যে রুবুবিয়াতের কোন বৈশিষ্ট্যই ছিলনা। আর তাঁরা সকলই অন্যান্যদের মত আল্লাহর বান্দা। তাঁদেরকে আল্লাহ রিসালাত দ্বারা সম্মানিত করেছেন মাত্র। আর আল্লাহ তাআলা রিসালাতের সমাপ্তি ঘটিয়েছেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রাসূল হিসাবে প্রেরণের মাধ্যমে। তিনি তাঁকে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রেরণ করেছেন। তাঁর পর আর কোন নাবী আসবেন না।

পঞ্চম রুক্ন : কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমান :

এটি হ'ল কিয়ামাত দিবস ; এর পর আর কোন দিবস থাকবেনা। এই দিন আল্লাহ তাআলা কবরবাসীদেরকে উত্থিত করবেন পুনর্জীবন দান করে হয় দারুন না'ঈমে মহা সুখের জীবনে অথবা দারুল আযাবে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের জীবনে স্থায়ী অবস্থানের জন্য। আর কিয়ামাত দিবসের প্রতি ঈমানের অর্থ হ'ল মৃত্যুর পরে যা কিছু ঘটবে যথা কবরের পরীক্ষা, সেখানের শাস্তি বা শান্তি এবং এরপরে যা কিছু ঘটবে যেমন পুনরুত্থান, হিসাব - নিকাশ অতঃপর জান্নাত বা জাহান্নাম এ সবের প্রতি ঈমান আনা।

ষষ্ঠ রুক্ন : তাকদীর - এর প্রতি ঈমান :

তাকদীরে ঈমান আনার অর্থ হ'ল, এই বিষয়ের প্রতি ঈমান আনা যে আল্লাহ তাআলা সকল বস্তুর ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন এবং মাখলুকাত কে তাদের সম্পর্কে তাঁর আগাম জ্ঞানের আলোকে এবং তাঁর হিকমাতের চাহিদা অনুপাতে সৃষ্টি করেছেন। অতএব এর সবকিছুই আল্লাহ তাআলা তাঁর অনাদি ও অনন্ত জ্ঞানের মাধ্যমে পরিজ্ঞাত এবং এ সবই লাওহে মাহফুযে তাঁর নিকট লিপিবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা এ সবকিছু সৃজনের ইচ্ছা করেছেন ও সৃষ্টি করেছেন। অতএব তাঁর ইচ্ছা, তাঁর গঠন ও তাঁর সৃষ্টি ছাড়া এ সবের কিছুই গঠিত বা সৃজিত হতে পারেনা।

দ্বিতীয়তঃ ইসলামের রুক্ন বা স্তম্ভসমূহ :

ইসলাম পাঁচটি রুক্ন বা স্তম্ভের উপরে গঠিত। এগুলোর প্রতি ঈমান আনা এবং এগুলোকে বাস্তবায়ন করা ছাড়া কেউই সত্যিকার মুসলিম হতে পারেনা। এগুলি হ'ল :

প্রথম রুক্‌ন : এ সাক্ষ্য প্রদান করা যে আল্লাহ তাআলা ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল। এ সাক্ষ্য প্রদানই হ'ল ইসলামের চাবি-কাঠি এবং এটাই হ'ল ভিত্তি যার উপর ইসলাম প্রতিষ্ঠিত।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর অর্থ হ'ল : একমাত্র আল্লাহ তাআলা ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তিনিই হলেন সত্যিকার ইলাহ; তিনি ব্যতীত সকল ইলাহই বাতিল ও মিথ্যা; আর ইলাহ-এর অর্থ হ'ল মা'বুদ বা উপাস্য।

"শাহাদাতু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" এর অর্থ হ'ল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সব খবর দিয়েছেন তা সত্য বলে বিশ্বাস করা, যা আদেশ করেছেন তা পালন করা এবং যেগুলি সম্পর্কে নিষেধ বা ভর্ৎসনা করেছেন সেগুলি থেকে বিরত থাকা, আর একমাত্র তিনি যে বিধান দান করেছেন সেমত আল্লাহর ইবাদাত করা।

দ্বিতীয় রুক্‌ন : আস-সালাত :

ইহা হ'ল দিন ও রাতের পাঁচটি সময় বা ওয়াক্তে পাঁচবার সালাত আদায় করা। আল্লাহ তাআলা সালাতের বিধান দিয়েছেন যাতে বান্দার উপর আল্লাহর হক্ক আদায় হয় এবং বান্দাকে দেওয়া তাঁর নেঁমতের শোকর প্রকাশ করা হয়, আর মুসলিম বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে - সে সালাতে তাঁর সাথে একান্ত গোপনীয় কথা বলে এবং তাঁর কাছে প্রার্থনা জানায় - এবং মুসলিম ব্যক্তিকে অশ্লীল ও অন্যায় কর্ম হতে বিরত রাখে।

আর সালাতেই রয়েছে দীনের কল্যান, ঈমানের পরিশুদ্ধতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহর সাওয়াব। এর দ্বারা বান্দা শারীরিক ও মানসিক প্রশান্তি লাভ করে যা তাকে ইহকালে ও পরকালে সৌভাগ্যশালী করে তোলে।

তৃতীয় রুক্‌ন : যাকাত :

যাকাত হ'ল এমন একটি সাদাকা যা যার উপরে এটা ওয়াজিব হয়েছে তাকে প্রতি বছর দরিদ্র ও অনুরূপ যাদেরকে যাকাত দেয়া যায় সে সব হকদারকে প্রদান করা। এটা যারা দরিদ্র ও যাদের কাছে যাকাতের নেসাব পরিমাণ সম্পদ নেই তাদের উপর ওয়াজিব নয়। ইহা শুধুমাত্র ধনীদের উপর ওয়াজিব করা হয়েছে তাদের দীন ও ইসলামের পূর্ণতা বৃদ্ধি, তাদের মান মর্যাদা ও স্বভাব চরিত্রের উন্নতি, তাদের জান-মাল হতে বিপদ-আপদ বিদূরিত করণ, দোষ-ত্রুটি হতে পবিত্রতা অর্জন, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং তাদের সার্বিক কল্যাণ লাভের জন্য। তদুপরি আল্লাহ তাদেরকে যে সম্পদ ও রিযক্ দান করেছেন সে তুলনায় এটা অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশ মাত্র।

চতুর্থ রুক্‌ন : সিয়াম :

এটা হ'ল রামাযানুল মুবারাক বা চান্দ্র বছরের নবম মাসে সাওম পালন করা। এই মাসে সকল মুসলিম সমবেতভাবে দিবাভাগে সুব্‌হ সাদিক হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সকল আসক্তি ও ক্ষুধা যথা খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ ও যৌন ক্রিয়া বর্জন করে থাকে। আর এর পরিবর্তে আল্লাহ তাআলা স্বীয় অনুগ্রহ ও কৃপায় তাদের দীন ও ঈমানের পূর্ণতা দান করেন, তাদের অপরাধসমূহ মাফ করেন, তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সাওমের প্রতিদানে তিনি যে মহাকল্যান স্থির করেছেন তা দান করেন।

পঞ্চম রুক্‌ন ঃ হাজ্জ ঃ

হাজ্জ হ'ল ইসলামী শরীয়াতে সুপরিচিত একটি নির্দিষ্ট সময়ে আল্লাহ তাআলার বিশেষ এক ইবাদাত পালনের উদ্দেশ্যে পবিত্র বাইতুল্লাহ গমন । আল্লাহ তাআলা প্রতি সামর্থবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার হাজ্জ পালন ফরয করেছেন। আর এ হাজ্জে পৃথিবীর পবিত্রতম ভূমিতে দুনিয়ার সকল স্থান হতে মুসলিমগণ এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য সমবেত হন, তাঁরা সকলে একই পোশাক পরিধান করেন, রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, সাদা-কালোর মধ্যে থাকেনা কোন পার্থক্য। তাঁরা সকলে হাজ্জের জন্য নির্ধারিত ধর্মীয় আচারানুষ্ঠানসমূহ সম্পাদন করেন। এগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হ'ল ঃ আরাফাতে উকূফ (অবস্থান) করা, মুসলিমদের কিবলা কাবা শরীফ তাওয়াফ করা, সাফা ও মারওয়া পর্বতের মাঝে সা'ঈ করা। হাজ্জে এত সব ইহকালীন ও পরকালীন কল্যাণ নিহিত আছে যা গণনা বা শুমার করা সম্ভব নয়।

তৃতীয়তঃ আল ইহসান ঃ

আল ইহসান হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের সাথে আল্লাহ তাআলার ইবাদাত এমনভাবে করা যে ইবাদাতকারী তাঁকে যেন সরাসরি দেখছে - যদি সে তাঁকে দেখতে নাও পায় তবে তার মনে এ প্রতীতি থাকতে হবে যে তিনি তাঁকে প্রত্যক্ষ করছেন। অর্থাৎ এরূপ গভীর অনুভূতির সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করা এবং কোনরূপেই তাঁর বিরোধিতা না করা।

ইহসান বলতে উপরে বর্ণিত দীন ইসলামের সংজ্ঞায় যা বলা হয়েছে তার সব কিছুকে বুঝায়। প্রকাশ থাকে যে ইসলাম তার অনুসারী মুসলিমদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনকে সংগঠিত করেছে যার মধ্যেমে তাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধিত হয়। ইসলাম বিবাহ প্রথাকে অনুমোদন করেছে এবং এ ব্যাপারে উৎসাহ দান করেছে; পক্ষান্তরে ব্যভিচার, সমকামিতা ও সকল গর্হিত কর্ম হারাম করেছে ; আত্মীয়তার বন্ধন সংহত করা, ফকীর মিসকিনের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও সবার দৃষ্টিদানকে ওয়াজিব করেছে ; এমনিভাবে সকল ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রে বিভূষিত হওয়াকে ওয়াজিব ও উৎসাহিত করেছে এবং সকল দুঃশীলতাকে হারাম ও তা থেকে সতর্ক করেছে ; ব্যবসা-বাণিজ্য, ইজারা ও এ জাতীয় পন্থায় হালাল উপার্জনকে বৈধ করেছে। পক্ষান্তরে সুদ, সকল অবৈধ ব্যবসা ও সমস্ত প্রতারণা ও ছলচাতুরিমূলক কারবারকে হারাম করেছে। অনুরূপভাবে ইসলাম শরীয়তের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার ব্যাপারে মানুষে মানুষে পার্থক্য এবং অন্যান্যদের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে দৃষ্টি দান করেছে। ফলে আল্লাহ সুবহানাহুর অধিকার সম্পর্কিত কতিপয় সীমালংঘনের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির বিধান করেছে যথা রিদ্দা, যিনা ও মদ্যপান ইত্যাদির শাস্তি। অনুরূপভাবে মানুষের মৌল অধিকার যথা তাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের সংরক্ষণ বিরোধী সকল অপরাধ যেমন হত্যা, অপহরণ, চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ ইত্যাদি মানুষকে আঘাত ও কষ্ট দেয়ার ব্যাপারে সীমা অতিক্রম এবং অন্যায়ভাবে তাদের সম্পদ আত্মসাৎ করা ইত্যাদি অপরাধের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান দিয়েছে। আর সকল ক্ষেত্রে ইসলাম অপরাধের মাত্রা অনুসারে - অতিরিক্ত কঠোরতা এবং অতিরিক্ত কোমলতা পরিহার করে - শাস্তির ব্যবস্থা করেছে। শাসক ও শাসিতের মধ্যে সম্পর্ক বিধিবদ্ধ ও বিন্যস্ত করেছে এবং আল্লাহ তাআলার অনুশাসন ভঙ্গ করতে হয় এমন ক্ষেত্র ব্যতিরেকে শাসকের নির্দেশ পালন ওয়াজিব করেছে এবং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকে হারাম করেছে-এর ফলে যে ব্যাপক বিশৃংখলা ও অন্যান্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সূত্রপাত হয় তা রোধকল্পে।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি যে ইসলাম বান্দা ও তার প্রতিপালকের মধ্যে এবং মানুষ ও তার সমাজের সাথে প্রতিটি ক্ষেত্রে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত করেছে। অতএব ব্যক্তিগত চরিত্র গঠন ও সমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে এমন কোন কল্যাণকর দিক নেই যাতে ইসলাম মানব সমাজকে পথ প্রদর্শন ও উৎসাহ দান করেনি। পক্ষান্তরে আখলাক ও মুআমালার এমন কোন অশুভ দিক নেই যা সম্পর্কে ইসলাম সমাজকে সতর্ক ও বিরত করেনি। এ থেকেই এ দীনের সার্বিক পূর্ণতা এবং সকল দিক থেকে এর সৌন্দর্য্য প্রমাণিত হয়।

ওয়াল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন ।